(v) প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতা স্বাধীনভাবে উত্তর দিতে পারেন।

যা সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে উত্তরদাতা গবেষকের সামনে উত্তর দিতে অনেক সময় সংকোচবোধ করেন।

(vi) প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে ডাকযোগের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র প্রেরণ করা হয় বলে অনেক সময় ডাকবিভাগের গাফিলতির কারণে গবেষক বা উত্তরদাতার কাছে কোনো পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র ঠিকমতো পৌঁছায় না বা চুরি যায়।

যা সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে এই রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

(vii) প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও ভুল তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যা সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে গবেষক নিজে উত্তর সংগ্রহ করেন বলে ভুল ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

(viii) প্রশ্নমালা পদ্ধতি অনেক কম খরচে হয়ে থাকে।

যা সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনেক ব্যয় সাপেক্ষ।

পার্থক্য :- পরিমাণগত গবেষণা ও গুণগত গবেষণা [illegible]

সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে পরিমাণগত গবেষণা ও গুণগত গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি গবেষণার মধ্যে পার্থক্যগুলি হল নিম্নরূপ—

(a) পরিমাণগত গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গুণগত গবেষণার মাধ্যমে কোনো বিষয় বা গোষ্ঠী বা সমাজের ব্যাখ্যাতে কাজ ব্যবহৃত হয়।

(b) পরিমাণগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক কোনো Theory বা Concept নিয়ে গবেষণায় নামেন। Theory গবেষণাকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে গবেষণার সব কাজ হয়ে থাকে।

কিন্তু গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্ব বা নিয়ম ছাড়াই গবেষক কাজ অনুসন্ধান করেন, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম ছাড়াই গুণগত গবেষণায় নামা যায়।

(c) পরিমাণগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষককে গবেষণার বিষয় বা Subject-এর বেশি অবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হতে হয় না।

কিন্তু গুণগত গবেষণায় গবেষককে Subject-এর কাছে মিশে যেতে হয়, তবেই গবেষক ভালোভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

(d) পরিমাণগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক কোনো প্রচলিত তত্ত্ব বা নিয়মকে ভিত্তি করে গবেষণার কাজে অগ্রসর হয়। এবং গবেষণার মাধ্যমে ওই তত্ত্ব বা নিয়মটি গৃহীত বা বর্জিত হয়।

কিন্তু, গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে কোনো নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়।

Scanned with CamScanner